পুরাতন ও জটিল রোগে হোমিওপ্যাথি

শঙ্কর নবজ্যা

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস্

সংক্ষিপ্ত সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রবণতা ১-৪

[মূর্চ্ছা — পৃঃ ১, মচকানো — পৃঃ ১, ফোড়া — পৃঃ ২, ক্ষত — পৃঃ ২, পীড়া — পৃঃ ২, শিরঃপীড়া — পৃঃ ২, অঞ্জনী — পৃঃ ২, সর্দি — পৃঃ ৩, টনসিল — পৃঃ ৩, অজীর্ণ — পৃঃ ৪, গর্ভপাত — পৃঃ ৪, উদরাময় — পৃঃ ৪, গোড়ালী মচকানো — পৃঃ ৪, নখকুনি — পৃঃ ৪।]

রোগপ্রবণতা ৫

বহুব্যাপক পীড়া ৫

পর্যায়ক্রমে ৬-১৯

[মানসিক লক্ষণ — পৃঃ ৬, অনিদ্রা — পৃঃ ৭, হিস্টিরিয়া — পৃঃ ৭, বেদনা — পৃঃ ৮, বাত — পৃঃ ৮, আমবাত — পৃঃ ৯, চর্মরোগ — পৃঃ ১০, পীড়া — পৃঃ ১০, শারীরিক লক্ষণ — পৃঃ ১১, শিরঃপীড়া — পৃঃ ১১, বধিরতা — পৃঃ ১২, সর্দি — পৃঃ ১২, স্বরভঙ্গ — পৃঃ ১৩, কাশি — পৃঃ ১৩, হৃদরোগ — পৃঃ ১৪, ক্ষুধাহীনতা — পৃঃ ১৪, পাকস্থলীর বেদনা — পৃঃ ১৫, পেটবেদনা — পৃঃ ১৫, কোমরবাত — পৃঃ ১৫, নিতম্বে বেদনা — পৃঃ ১৬, ঋতুস্রাব — পৃঃ ১৬, জরায়ুলক্ষণ — পৃঃ ১৬, বহুমূত্র — পৃঃ ১৬, কোষ্ঠবদ্ধতা — পৃঃ ১৬, উদরাময় — পৃঃ ১৭, আমাশয় — পৃঃ ১৯, অর্শ — পৃঃ১৯, পদঘর্ম — পৃঃ ১৯।]

চাপা পীড়া (রুদ্ধ) ২০-৩৪

[(প্রকাশ করে) — পৃঃ ২০, স্রাব — পৃঃ ২০, রক্তস্রাব — পৃঃ ২১, ঘাম — ২১ পৃঃ , পদঘর্ম — পৃঃ ২২, জ্বর — পৃঃ২২, ম্যালেরিয়া — পৃঃ ২৩, সিফিলিস — পৃঃ ২৩, গনোরিয়া — পৃঃ ২৩, বাত — পৃঃ ২৪, গ্রন্থিবাত — পৃঃ ২৫, আমবাত — পৃঃ ২৫, পীড়কা — পৃঃ ২৫, উদ্ভেদ — পৃঃ ২৬, হাম — পৃঃ ২৮, বসন্ত — পৃঃ ২৯, একজিমা — পৃঃ ২৯, চর্মপীড়া — পৃঃ ৩০, পীড়া — পৃঃ ৩১ মাম্পস — পৃঃ ৩১, কর্ণস্রাব — পৃঃ ৩১, সর্দিস্রাব — পৃঃ ৩২ হৃদপীড়া — পৃঃ ৩২, প্রদরস্রাব — পৃঃ ৩২, উদরাময় — পৃঃ ৩৩, ভগন্দর — পৃঃ ৩৩, অর্শ — পৃঃ ৩৩।]

পীড়া আরোগ্যের পর পীড়া বা পীড়াজাত পীড়া ৩৫-৬৩

[মানসিক পীড়া — পৃঃ ৩৫, সন্ন্যাস — পৃঃ ৩৫, আক্ষেপ — পৃঃ ৩৬, রক্তস্রাব — পৃঃ ৩৮, বেদনা — পৃঃ ৩৮, স্নায়ুশূল — পৃঃ ৩৮, বাত — পৃঃ ৩৯, সন্ধিবাত — পৃঃ ৩৯, ডিপথেরিয়া — পৃঃ ৪০, কলেরা — পৃঃ ৪০, সিফিলিস — পৃঃ ৪১, গনোরিয়া — পৃঃ ৪১, জ্বর — পৃঃ ৪১, আরক্তজ্বর — পৃঃ ৪৪, ইনফ্লুয়েঞ্জা — পৃঃ ৪৪, ম্যালেরিয়া — পৃঃ ৪৫, টাইফয়েড — পৃঃ ৪৬, ম্যানিঞ্জাইটিস — পৃঃ ৪৭, নিউমোনিয়া — পৃঃ ৪৭, চুলকানি — পৃঃ ৪৮, আমবাত — পৃঃ ৪৮, উদ্ভেদ — পৃঃ ৪৯, হাম — পৃঃ ৪৯, বসন্ত — পৃঃ ৫০, একজিমা — পৃঃ ৫১, ক্ষতচিহ্ন — পৃঃ ৫১, চর্মরোগ — পৃঃ ৫৩, পীড়া — পৃঃ ৫৩, তরুণপীড়া — পৃঃ ৫৪, কঠিনপীড়া — পৃঃ ৫৫, পুরাতন পীড়া — পৃঃ ৫৬, সংক্রামক পীড়া — পৃঃ ৫৬, শিরঃপীড়া — পৃঃ ৫৬, সর্দি — পৃঃ ৫৭, কাশি — পৃঃ ৫৮, হুপিংকাশি — পৃঃ ৫৯, হৃদরোগ — পৃঃ ৫৯, পাকস্থলীর পীড়া — পৃঃ ৬০, যকৃতপীড়া — পৃঃ ৬০, জরায়ুপীড়া — পৃঃ ৬১, কিডনীপীড়া —পৃঃ ৬১, মূত্রপীড়া — পৃঃ ৬১, অন্ত্রপীড়া — পৃঃ ৬২, কোষ্ঠবদ্ধতা — পৃঃ ৬২, উদরাময় —

পৃঃ ৬২, আমাশয় — পৃঃ ৬৩, অর্শ — পৃঃ ৬৩।]

পরিচালিত বেদনা ৬৪-৭৪

[বেদনা — পৃঃ ৬৪, বাতবেদনা — পৃঃ ৬৫, মাথার — পৃঃ ৬৬, কানের — পৃঃ ৬৬, চোখের — পৃঃ ৬৬, দাঁতের — পৃঃ ৬৭, ঘাড়ের — পৃঃ ৬৭, কাঁধের — পৃঃ ৬৭, পিঠের — পৃঃ ৬৮, স্তনের — পৃঃ ৬৮, বুকের — পৃঃ ৬৮, হৃদপিণ্ডের — পৃঃ ৬৯, পাকস্থলীর — পৃঃ ৬৯, যকৃতের — পৃঃ ৭০, পেটের — পৃঃ ৭১, কোমরের — পৃঃ ৭১, কুচকির — পৃঃ ৭২, ত্রিকাস্থির — পৃঃ ৭২, অণ্ডকোষের — পৃঃ ৭২, ডিম্বকোষের — পৃঃ ৭২, কিডনীর — পৃঃ ৭৩, অর্শের — পৃঃ ৭৩, বামহাতের — পৃঃ ৭৪]

পরিচালিত পীড়া ৭৫-৭৮

[আক্ষেপ — পৃঃ ৭৫, পক্ষাঘাত — পৃঃ ৭৫, শীত — পৃঃ ৭৫, আমবাত — পৃঃ ৭৫, বিসর্প — পৃঃ ৭৫, ক্ষত — পৃঃ ৭৬, উপসর্গ — পৃঃ ৭৬, পীড়া — পৃঃ ৭৬, শিরঃপীড়া — পৃঃ ৭৬, মাম্পস — পৃঃ ৭৭, নাক — পৃঃ ৭৭, হৃদপিণ্ড — পৃঃ ৭৭, তলপেট — পৃঃ ৭৮]

পূর্বাভাষ ৭৯-৮৯

[মূর্ছা — পৃঃ ৭৯, সন্ন্যাস — পৃঃ ৭৯, মৃগী — পৃঃ ৭৯ অরা — পৃঃ ৮০, আক্ষেপ — পৃঃ ৮১, রক্তস্রাব — পৃঃ ৮৪, পক্ষাঘাত — পৃঃ ৮৪, জ্বর — পৃঃ ৮৫, যক্ষ্মা — পৃঃ ৮৬, কলেরা — পৃঃ ৮৬, বসন্ত — পৃঃ ৮৬, পীড়া — পৃঃ ৮৬, শিরঃপীড়া — পৃঃ ৮৭, বধিরতা — পৃঃ ৮৭, দৃষ্টিক্ষীণতা — পৃঃ ৮৭, নাসিকার রক্তস্রাব — পৃঃ ৮৮, মুখের রক্তস্রাব — পৃঃ ৮৮, কাশি — পৃঃ ৮৮ , বমন —পৃঃ ৮৯, ধ্বজভঙ্গ — পৃঃ ৮৯, প্রদরস্রাব — পৃঃ ৮৯, উদরাময় — পৃঃ ৮৯, অর্শ — পৃঃ ৮৯]

সম্ভাবনা (আশঙ্কা) ৯০-৯৪

[সন্ন্যাস — পৃঃ ৯০, টাইফয়েড — পৃঃ ৯০, ক্যান্সার — পৃঃ ৯০, যক্ষ্মা — পৃঃ ৯০, পক্ষাঘাত — পৃঃ ৯২, গ্যাংগ্রিন — পৃঃ ৯২, সাংঘাতিক হওয়ার প্রবণতা — পৃঃ ৯৩, মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত — পৃঃ ৯৩ , কণীনিকার ছিদ্র — পৃঃ ৯৩, ফুসফুসের পক্ষাঘাত — পৃঃ ৯৩, হার্টফেল — পৃঃ ৯৪, অন্ত্রবৃদ্ধি — পৃঃ ৯৪, অর্শ — পৃঃ ৯৪।]

উপশম হয় না ৯৪

বৃদ্ধি/উপশম ৯৫-১৩৩

[মানসিক লক্ষণ — পৃঃ ৯৫, উৎকণ্ঠা — পৃঃ ৯৫, কান্না — পৃঃ ৯৫, আক্ষেপ —পৃঃ ৯৬, অস্থিবেদনা — পৃঃ ৯৬ , স্নায়ুশূল — পৃঃ ৯৬, বাতবেদনা —পৃঃ ৯৭, গ্রন্থিবাত — পৃঃ ৯৮, শীত — পৃঃ ৯৮, জ্বর — পৃঃ ৯৯, চুলকানি — পৃঃ ৯৯, চর্মরোগ — পৃঃ ১০০, শারীরিক লক্ষণ — পৃঃ ১০০, উপসর্গ — পৃঃ ১০০, পীড়া — পৃঃ ১০১, শিরঃপীড়া—পৃঃ ১১৫, বধিরতা —পৃঃ ১১৮, চক্ষুপীড়া — পৃঃ ১১৯, সর্দি — পৃঃ ১১৯, মুখের বেদনা — পৃঃ ১২০, দন্তবেদনা — পৃঃ ১২০, দন্তপীড়া — পৃঃ ১২২, স্বরভঙ্গ — পৃঃ ১২২, পিঠবেদনা — পৃঃ ১২৩, বুকের বেদনা — পৃঃ ১২৩, বুকের উপসর্গ — পৃঃ ১২৩, কাশি — পৃঃ ১২৪, শ্বাসকষ্ট — পৃঃ ১২৬, বুক ধড়ফড়ানি — পৃঃ ১২৬, বিবমিষা — পৃঃ ১২৭, পাকস্থলীর বেদনা — পৃঃ ১২৮, যকৃত বেদনা — পৃঃ ১২৮, পেটবেদনা — পৃঃ ১২৮, কোমর বেদনা — পৃঃ ১২৯, প্রদরস্রাব — পৃঃ ১৩০, জরায়ুর বেদনা — পৃঃ ১৩১, শয্যামূত্র — পৃঃ ১৩১, অন্ত্রলক্ষণ — পৃঃ ১৩২ , উদরাময় — পৃঃ ১৩২, অর্শ — পৃঃ ১৩৩, হাঁটুর বেদনা — পৃঃ ১৩৩।]

প্রবণতা

মূর্চ্ছা — মস্কাস।
সন্ন্যাস (বৃদ্ধ) — ব্যারাইটা-কার্ব।
হিস্টিরিয়া (উন্মাদ সম্ভাবনা) — স্ট্রামোনিয়াম।
গ্লান্ডের প্রদাহ, পুঁজসঞ্চয় — কার্বো-এনি।
গ্লান্ডের পীড়া — ক্যালকেরিয়া-কার্ব।
গ্লান্ডের পীড়া, চর্মপীড়া — সোরিনাম।
অস্থিচ্যুতি — ক্যালকেরিয়া-ফ্লোর।
আঘাত লাগা, জ্বালা, আবরণ অসহ্য — ক্যালি-আয়োড।
মচকানো (শরীরে) — ক্যালকেরিয়া-কার্ব।
মচকানো (সন্ধির) — কোটিলেডন।
মচকানো (সন্ধির), সন্ধির দুর্বলতা — কার্বো-এনি, লিডাম-পাল।
মচকানো (পা) — স্ট্রনসিয়ানা-কার্ব।
মচকানো (পা), পায়ের পাতার দুর্বলতা — লিডাম-পাল, নেট্রাম-কার্ব।
মচকানো (গোড়ালি), পা ঝুলাইলে ব্যথা — ম্যাগ্নেটিস-পোলি।
মচকানো (গোড়ালি, পায়ের পাতা) — কার্বো-এনি, লিডাম-পাল।
রক্তস্রাব — হ্যামামেলিস, পেট্রোলিয়াম, ফসফরাস।
রক্তস্রাব, সামান্য আঘাতে পুঁজ সঞ্চয় — হিপার-সালফ।
বাত — গুয়েকাম, লিডাম-পাল।
বাত, গেঁটেবাত — লিডাম-পাল।
বাত, দুর্গন্ধ মূত্রস্রাব — এসিড-বেঞ্জো।
জ্বর — ক্যালকেরিয়া-কার্ব, সাইলিসিয়া, সালফার।
জ্বর (সবিরাম) — গ্রাফাইটিস।
জ্বর, শীর্ণতা, দুর্বলতা — আর্সেনিক-আয়োড।
জ্বর, বাতবেদনা সর্বাঙ্গে, যকৃত শক্ত, দুর্গন্ধ উদরাময় — ইউক্যালিপ্টাস-গ্লো।
প্রমেহ — এগ্নাস।
প্রমেহ, ধ্বজভঙ্গ — এগ্নাস।
আমবাত — চিনিনাম-সালফ, হিপার-সালফ, হাইগ্রোফিলা।
আমবাত (পুরাতন) — হিপার-সালফ।
ছাল ওঠা — লাইকোপোডিয়াম।

ফাটা — আঁচিল — কস্টিকাম।
ব্রণ — সালফার।
ব্রণ (ছোট ছোট) — আর্নিকা।
আঁচিল — স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, থুজা।
আঁচিল, ফাটা — কস্টিকাম।
উদ্ভেদ, ক্ষত — ম্যাঙ্গেনাম-এসে।
ফোড়া — আর্কটিয়াম-ল্যাপা, আর্নিকা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, ক্যালকেরিয়া-ফস, ক্যালকেরিয়া-সালফ, হিপার-সালফ, সালফার, টিউবারকুলিনাম।
ফোড়া (ছোট ছোট গ্রীষ্মকালে) — সার্সাপেরিলা।
ফোড়া (ছোট ছোট নাকের ভিতরে), সর্দি — টিউবারকুলিনাম।
ফোড়া (ছোট্ট), তীব্র বেদনা, জ্বালাযুক্ত — এনথ্রাসিনাম।
ফোড়া (বড়) — এচিনেসিয়া।
ফোড়া (মাঢ়ীর) — নেট্রাম-হাইগো।
ফোড়া (স্তনে) — গ্রাফাইটিস।
ফোড়া সারা বছর ধরিয়া জলবৎ পুঁজ সঞ্চয় — নেট্রাম-সালফ।
কার্বাঙ্কল — এনথ্রাসিনাম, ক্রোটেলাস।
দাদ — বোভিস্টা।
ক্ষত — বোরাক্স, ক্যালেণ্ডুলা, হিপার-সালফ, ক্যালি-বাইক্রম, মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া।
ক্ষত, উদ্ভেদ — ম্যাঙ্গেনাম-এসে।
ক্ষত, সর্দি — কার্বো-ভেজ।
ক্ষত, টনসিল — ক্যালকেরিয়া-ফস।
চর্মরোগ — পেট্রোলিয়াম।
চর্মরোগ, গ্লান্ডের পীড়া — সোরিনাম।
চর্মরোগ, পীড়া — থুজা।
পীড়া — ম্যাঙ্গেনাম-এসে, সালফার।
পীড়া (ঋতু পরিবর্তনে) — একোনাইট।
পীড়া (পুরাতন) — এসিড-নাইট্রিক, এলুমিনা।
পুরাতন পীড়া, সর্দি, উদরাময় — এসিড-নাইট্রিক।
মস্তিষ্ক পীড়া — বেলেডোনা, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, হেলিবোরাস, টিউবারকুলিনাম।
শিরঃপীড়া (২/৫ দিন অন্তর) — এমনিয়াম-পিক্রিক।
কর্ণপ্রদাহ — থুজা।
কর্ণপীড়া — সালফার।
চোখের পাতা স্ফীত — সাইলিসিয়া।
অঞ্জনী — গ্রাফাইটিস, পালসেটিলা, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া, সালফার, থুজা।
অঞ্জনী (চোখের পাতায়)— নাক্স-জুগলান্স।
অঞ্জনী (ডান চোখের পাতায়) — গ্রাফাইটিস।

অঞ্জনী পুঁজ জন্মায় না — স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
হাঁচি (রাতে নাকবন্ধ) — টিউক্রিয়াম।
সর্দি — এরানিয়া-ডি, ব্যরাইটা-কার্ব, ক্যালকেরিয়া-কার্ব, ইল্যাপ্স, জেলসিমিয়াম, হিপার-সালফ, ক্যালি-কার্ব, নেট্রাম-মিউর, সোরিনাম, সাইলিসিয়া,টিউবারকুলিনাম।
সর্দি (শীতকালে) — গ্রাফাইটিস।
সর্দি (নিউমোনিয়ার পর যক্ষ্মা সম্ভাবনা) — ক্যালি-কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার।
সর্দি, রোগপ্রবণতা, ঠাণ্ডায় বেড়ানোর প্রবৃত্তি — টিউবারকুলিনাম।
সর্দি, নাকের ভিতরে ছোট ছোট ফোড়া — টিউবারকুলিনাম।
সর্দি, নাকে ক্ষত — কার্বো-ভেজ।
সর্দি, টনসিল প্রদাহ — ব্যারাইটা-কার্ব।
সর্দি, টনসিল প্রদাহ, বৃদ্ধি, কাঠিন্য — এলুমেন।
সর্দি, উদরাময়, পুরাতন পীড়া — এসিড-নাইট্রিক।
নাসিকার রক্তস্রাব — পালসেটিলা।
মাঢ়ীর স্ফীতি — মার্কিউরিয়াস।
মাঢ়ীর রক্তস্রাব — এসিড-সালফ।
মাঢ়ীর ফোড়া — নেট্রাম-হাইপো।
মাঢ়ীর ক্ষত — নেট্রাম-হাইপো।
টনসিল প্রদাহ — মার্কিউরিয়াস, সাইলিসিয়া।
টনসিল প্রদাহ, পুঁজ সঞ্চয় — ব্যারাইটা-কার্ব।
টনসিল প্রদাহ (ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি) — ফাইটোলাক্কা।
টনসিল প্রদাহ, বৃদ্ধি, কাঠিন্য — এলুমেন।
টনসিল প্রদাহ, সর্দি — ব্যারাইটা-কার্ব।
টনসিল ক্ষত — ক্যালকেরিয়া-ফস।
চোয়াল আটকানো — ইগ্নেসিয়া, পেট্রোলিয়াম, রাস-টক্স।
স্বরভঙ্গ — স্টিলিঞ্জিয়া।
স্বরভঙ্গ (বেদনাহীন) — ডিজিটেলিস।
গলক্ষত — ব্যারাইটা-কার্ব, ব্রাইয়োনিয়া।
কণ্ঠনালীর প্রদাহ (যক্ষ্মা সম্ভাবনা) — ম্যাঙ্গেনাম-এসে।
বগলের গ্লান্ড স্ফীতি — ইল্যাপ্স।
পিঠের বেদনা (রাতে বৃদ্ধি) — এব্রোটেনাম।
স্তনের প্রদাহ — ফাইটোলাক্কা।
স্তনের ফোড়া — গ্রাফাইটিস।
ঘুংড়িকাশি — ব্যাসিলিনাম, ফসফরাস।
ফুসফুস পীড়া, যকৃত পীড়া — ক্যালকেরিয়া-কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার।

শ্বাসযন্ত্র ও মূত্রযন্ত্রের পীড়া / পীড়া — কস্টিকাম।
অজীর্ণ, ক্ষত, বুক ধড়ফড়ানি, সর্দি, কাশি, কোষ্ঠবদ্ধতা / রোগপ্রবণতা — হাইড্রস্টিস।
অজীর্ণ, উদরাময় — ওলিয়েন্ডার।
অজীর্ণ, অর্শ — নাক্স-ভম।
পাকস্থলীর গোলযোগ (খাদ্যের সামান্য পরিবর্তনে) — এলিয়াম-সেপা।
পাকস্থলী, যকৃত ও অন্ত্রের পীড়া — চেলিডোনিয়াম।
যকৃতপীড়া (রক্তসঞ্চয়, বৃদ্ধি) — অরাম-মেট।
যকৃতপীড়া, ফুসফুস পীড়া — ক্যালকেরিয়া-কার্ব, লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস, সালফার।
যকৃতপীড়া, পাকস্থলী ও অন্ত্রের পীড়া — চেলিডোনিয়াম।
উদরপীড়া / শিশু — ওলিয়েন্ডার।
অন্ত্র, পাকস্থলী ও যকৃত পীড়া — চেলিডোনিয়াম।
জরায়ুপীড়া — অরাম-মেট।
গর্ভপাত — আর্জেন্টাম-নাই।
তরল মল — ফসফরাস।
উদরাময় — এব্রোটেনাম, গলথেরিয়া, পালসেটিলা।
উদরাময়, দুর্বলতা — এসিড-নাইট্রিক।
উদরাময়, পুরাতন পীড়া — এসিড-নাইট্রিক।
উদরাময়, অজীর্ণ — ওলিয়েন্ডার।
আমাশয় (গ্রীষ্মকালে ও শরৎকালে) — ক্যালি-বাইক্রম।
কোষ্ঠবদ্ধতা — গ্রাফাইটিস, হাইড্রাস্টিস।
অর্শ, অজীর্ণ — নাক্স-ভম।
আঙুলহাড়া — ডায়াস্কোরিয়া।
হাতের আঙুলে ঝিঁঝিঁ — ডিজিটেলিস।
পা মচকানো — স্ট্রনসিয়ানা-কার্ব।
পা মচকানো, পায়ের পাতার দুর্বলতা — লিডাম-পাল, নেট্রাম-কার্ব।
গোড়ালি ঘুরে যায় — কার্বো-এনি, লিডাম-পাল, মেডোরিনাম।
গোড়ালি মচকানো, পা ঝুলাইলে ব্যথা — ম্যাগ্নেটিস-পোলি।
গোড়ালি, পায়ের পাতা মচকানো — কার্বো-এনি, লিডাম-পাল।
পায়ের হাজা — লাইকোপোডিয়াম।
পায়ের কড়া, বেদনা (কাটিলে) — এন্টিম-ক্রুড।
পায়ের কড়া, কাটিলে পুনঃ উৎপন্ন — এন্টিম-ক্রুড।
নখকুনি — ডায়াস্কোরিয়া, হিপার-সালফ।

রোগপ্রবণতা

ক্ষত, সর্দি, কাশি, বুক ধড়ফড়ানি, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধতা — হাইড্রাস্টিস।
শীর্ণতা (ক্রমবর্দ্ধমান) — সাইকোটিক-কো।
শরীরের যত্ন নেয় খুব — ক্যালেডিয়াম।
ঠাণ্ডায় বেড়ানোর প্রবৃত্তি / সর্দি প্রবণতা — টিউবারকুলিনাম।
নিশাঘর্ম — টিউবারকুলিনাম।
ব্যথার স্থান অপ্রকাশিত — ব্যাসিলিনাম।
অগ্নিদগ্ধের পর রোগপ্রবণতা — কস্টিকাম।
আরক্তজ্বরের পর রোগপ্রবণতা— কার্বো-ভেজ।
ম্যালেরিয়ার পর রোগপ্রবণতা — কার্বো-ভেজ।
টাইফয়েডের পর রোগপ্রবণতা — কার্বো-ভেজ।
নিউমোনিয়ার পর রোগপ্রবণতা — ক্যালি-কার্ব।
ডিপথেরিয়ার পর রোগপ্রবণতা — ল্যাক-ক্যানি।
হামের পর রোগপ্রবণতা— কার্বো-ভেজ।
পীড়ার পর রোগপ্রবণতা — কার্বো-ভেজ।
প্রথম ঋতু হইতে রোগপ্রবণতা — পালসেটিলা।
শেষ গর্ভপাতের পর রোগপ্রবণতা — সালফার।
রজঃ নিবৃত্তিকালে রোগপ্রবণতা — ল্যাকেসিস।

বহুব্যাপক পীড়া

আরক্তজ্বর / পীড়া — মার্কিউরিয়াস-বিন-আয়োড।
ইনফ্লুয়েঞ্জা — ব্যাপ্টিসিয়া, নেট্রাম-সালফ।
ডিপথেরিয়া — মার্কিউরিয়াস-সায়া (প্রতিষেধক)।
ডিপথেরিয়া, গ্লান্ডের স্ফীতি — ফাইটোলাক্কা।
পীড়া (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী মাসে) — মেজেরিয়াম।
মস্তিষ্কপীড়া (মস্তিষ্ক পিছনে আকৃষ্ট, বেদনা) — নেট্রাম-সালফ।
কর্ণপীড়া (বসন্তকালে) — মার্কিউরিয়াস।
কাশি — ড্রসেরা।
হুপিংকাশি — ড্রসেরা (প্রতিষেধক)।
উদরাময় (শরৎকালে) — নাক্স-মস্কেটা।
আমাশয় (গ্রীষ্মকালে) — একোনাইট, ইপিকাক, মার্কিউরিয়াস।
আমাশয় (শীতকালে) — ডাল্কামারা, ইপিকাক, মার্কিউরিয়াস।
আমাশয়, মলপ্রবৃত্তি, কোঁথানি, জ্বালা, সামান্য আম, রক্ত উজ্জ্বল লাল — ইপিকাক।

পর্যায়ক্রমে পীড়া

পর্যায়ক্রমে

শুষ্ক অঙ্গের বেদনা ও প্রলাপ, শূলবেদনা — প্লাম্বাম-মেট।
শীর্ণ অঙ্গের বেদনা ও উদর বেদনা — প্লাম্বাম-মেট।
শোথ (চোখের পাতা, নাক, ঠোঁট) ও চুলকানি — হোমেরাস।
শোথ ও প্রচুর স্রাব — এপোসাইনাম।
শোথ ও উদরাময় — এপোসাইনাম।
শোথ, সন্ধিবাত ও শিরঃপীড়া — আর্সেনিক-এল্‌বা।
মানসিক লক্ষণ (বিষাদ, দুশ্চিন্তা) ও জরায়ু লক্ষণ — আর্নিকা।
মানসিক লক্ষণ ও শারীরিক লক্ষণ — প্লাটিনাম-মেট।
মানসিক লক্ষণ ও শারীরিক লক্ষণ (খোলা বাতাসে বেড়াইলে) — নেট্রাম-আর্সে।
মানসিক লক্ষণ ও প্রদরস্রাব, পিঠের হাড়ে বেদনা — মিউরেক্স।
মানসিক লক্ষণ ও জরায়ু পীড়া — লিলি-টিগ।
মানসিক লক্ষণ ও জরায়ু পীড়া [বিষাদ, দুশ্চিন্তা] — আর্নিকা।
মানসিক আবেগ ও বুক ধড়ফড়ানি, জরায়ু নির্গমন — লিলি-টিগ।
মানসিক বিকার (ভয়ানক) ও শারীরিক লক্ষণ — সিমিসিফিউগা।
মানসিক বিকার ও বাত — সিমিসিফিউগা।
স্মৃতিভ্রম ও উদরাময় — এসিড-ফস।
উন্মাদ ও মৃগী — বেলেডোনা।
উন্মাদ ও লালাস্রাব — মার্কিউরিয়াস।
প্রচণ্ডতা ও নিদ্রালুতা — এবসিন্থিয়াম।
রুক্ষমেজাজ ও কাঁদুনে, গেঁটে বাত — ক্যালি-আয়োড।
ক্রোধ, অসন্তোষ (নিজের উপর) ও কটিবাত — এলো-সক।
উগ্র ও নম্র — হাইয়োসিয়েমাস।
উত্তেজনা ও অবসাদ — ল্যাকেসিস।
আনন্দ ও বিষাদ — ইগ্নেসিয়া, ল্যাকেসিস, নাক্স-মস্কেটা।
বিষাদ ও আনন্দ — ইগ্নেসিয়া, ল্যাকেসিস, নাক্স-মস্কেটা।
অসন্তোষ (নিজের উপর), ক্রোধ ও কটিবাত — এলো-সক।
হাইতোলা ও কাশি — এবসিন্থিয়াম।
নিদ্রালুতা ও প্রচণ্ডতা — এবসিন্থিয়াম।
নিদ্রালুতা ও অনিদ্রা — হাইয়োসিয়েমাস, ক্যালি-ফস।

পর্যায়ক্রমে

নিদ্রালুতা (দিনে) ও অনিদ্রা (রাতে) — এসিড-অক্সা, এসিড-পিক্রিক, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব।
নিদ্রালুতা ও প্রলাপ — এসিড-এসেটিক, স্ট্রামোনিয়াম।
নিদ্রালুতা ও শিরঃপীড়া — এন্টিম-টার্ট।
নিদ্রা ও অনিদ্রা — ইগ্নেসিয়া।
নিদ্রা (দিনে) ও অস্থিরতা (রাতে) — ফসফরাস।
নিদ্রা (দিনে) ও অনিদ্রা (রাতে) — ক্যাপসিকাম, নেট্রাম-মিউর, স্ট্যাফিসেগ্রিয়া।
অস্থিরতা (রাতে) ও নিদ্রা (দিনে) — ফসফরাস।
অনিদ্রা ও নিদ্রালুতা — হাইয়োসিয়েমাস, ক্যালি-ফস।
অনিদ্রা ও নিদ্রা — ইগ্নেসিয়া।
অনিদ্রা (রাতে) ও নিদ্রালুতা (দিনে) — এসিড-অক্সা, এসিড-পিক্রিক, ম্যাগ্নেসিয়া-কার্ব।
অনিদ্রা (মধ্যরাত্রি পর্যন্ত) ও নিদ্রালুতা (বিকালে) — নেট্রাম-আয়োড।
প্রলাপ ও নিদ্রালুতা — এসিড-এসেটিক, স্ট্রামোনিয়াম।
প্রলাপ ও আক্ষেপ — স্ট্রামোনিয়াম।
প্রলাপ ও শূলবেদনা — প্লাম্বাম-মেট।
প্রলাপ ও শূলবেদনা, শুষ্ক অঙ্গের বেদনা — প্লাম্বাম-মেট।
প্রলাপ ও উদর বেদনা — প্লাম্বাম-মেট।
কাঁদুনে, গেঁটেবাত ও রুক্ষ মেজাজ — ক্যালি -আয়োড।
মৃগী ও উন্মাদ — বেলেডোনা।
হিস্টিরিয়া ও বাত — সিমিসিফিউগা।
আক্ষেপ ও প্রলাপ — স্ট্রামোনিয়াম।
আক্ষেপ ও বেদনা — বেলেডোনা।
আক্ষেপ, বেদনা, জ্বালা ও পাকস্থলীতে চাপবোধ — বিসমাথ।
আক্ষেপ, অবসন্নতা, বমন ও উদরাময় — ইউপাস-টি।
রক্তহীনতা ও ন্যাবা — চিয়োনান্থাস।
ন্যাবা ও রক্তহীনতা — চিয়োনান্থাস।
গ্লান্ডের বৃদ্ধি ও একজিমা — ডাল্কামারা।
অবসন্নতা ও উত্তেজনা — ল্যাকেসিস।
অবসন্নতা, আক্ষেপ, বমন ও উদরাময় — ইউপাস-টি।
দেহের কাঠিন্য ও শৈথিল্য — সিকেলি-কর।
অসাড়তা ও বাত — ন্যাফেলিয়াম।